ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
উত্তম কর্মসম্পাদনা পুরস্কার-২০১৬ এ ভূষিত
জনাব মুহাম্মদ খায়রুল ইসলাম-এর
পরিচিতি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের "উত্তম কর্মসম্পাদনা পুরস্কার-২০১৬"-তে ভূষিত হয়েছেন মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ইকোনোমিক ডেভেলাপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচিতে কর্মরত সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার ও ডিভিশনাল ফোকাল পার্সন মুহাম্মদ খায়রুল ইসলাম। জনাব মুহাম্মদ খায়রুল ইসলাম ১৯৭৪ সালের ১০ জুন বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার সোনাহার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জনাব আব্দুল হামিদ সিকদার ও সেলিনা বেগম-এর প্রথম সন্তান তিনি। ১৯৯৩ সালে সরকারি শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা থেকে বি.কম ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০৭ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিস বিষয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার বুধহাটায় ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাসে ব্র্যাকের তৎকালীন আরডিপি (রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম)-এর আওতায় মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচিতে প্রোগ্রাম অর্গানাইজার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ব্র্যাকে ২০০৭ পর্যন্ত তিনি পর্যায়ক্রমে টিম লিডার, এরিয়া ম্যানেজার, রিজিওনাল ম্যানেজার এবং জোনাল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এরপরই ২০০৭ সালের ৩১ মার্চ-এ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচিতে এরিয়া ম্যানেজার হিসেবে বরগুনা জেলায় তার কর্মযাত্রা শুরু হয়। একই বছরে ১৫ নভেম্বর প্রলয়ঙ্কারী প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিডর, ২০০৯ সালের আইলা এবং ২০১১ সালের বন্যায় সাতক্ষীরা ও বরগুনা এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য মিশন পরিচালিত ত্রাণ ও পুর্নবাসন কার্যক্রমে জনাব খায়রুল ফোকাল পার্সন হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। সিডর, আইলা ও বন্যার পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং বরগুনা জেলার মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচিকে সুসংগঠিত করতে, ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বল মাইক্রোফিন্যান্সকে সবল অবস্থায় নিয়ে আসতে প্রচুর শ্রম প্রদান করেন। এরপর ২০১০ সালের আগস্ট মাসে তাকে যশোর ও ঝিনাইদহ জেলার এরিয়া ম্যানেজার হিসেবে বদলি করা হয়। তিনি নির্ধারিত কাজের বাইরেও নিজ উৎসাহে বিভিন্ন ধরনের কাজের পাশাপাশি সৃজনশীল কিছু কাজেও মনোনিবেশ করেন। যেমন প্রকল্পের উপকারভোগীদের ব্যবসা সফলতার উপর ভিডিও ডুকোমেন্টরী তৈরি, নিজ উদ্যোগে কমিউনিটি থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দুস্থদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ, পবিত্র ঈদ উপলক্ষে দুস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও বস্ত্র বিতরণ, উপকারভোগীদের নিয়ে টেলিমেডিসিন প্রোগ্রাম এবং গবাদি পশুর তরকা ও পিপিআর রোগের টিকাদান কর্মসূচির আয়োজন, স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় উদ্যোক্তাদের সফল কাহিনী প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন।

২০১৬ সালে যশোর অঞ্চলে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যক্রমকে জেলা প্রশাসনের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরার স্বীকৃতি হিসেবে মিশনের জাতীয় সমাজসেবা দিবস সম্মাননা পদক-২০১৬ প্রাপ্তিতে জনাব খায়রুল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাসকরণ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনমান উন্নতকরণ, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থাপন ও স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরি, নিজস্ব সম্পদের ওপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক অবক্ষয় ও অন্যায় প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখা এবং সমাজকে ভিক্ষুক মুক্ত করা, সংস্থার প্রতি একাত্মবোধ ও সংস্থার পরিচিতি বৃদ্ধি করতে দৃঢ় পরিকর এবং তিনি এ কাজসমূহ সক্রিয়ভাবে কৃতিত্বের সাথে করে চলেছেন।

জনাব মুহাম্মদ খায়রুল ইসলাম খুলনা ডিভিশনের ডামের ফোকাল পার্সন হিসাবে ২০১০ সাল থেকে অদ্যবধি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। খুলনা বিভাগে সকল প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বয়ক ও সহযোগী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। যশোর এলাকায় বাস্তবায়িত সকল প্রকল্প, উপকারভোগী, সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দুদক কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন, দাতা সংস্থা, গণমাধ্যম ও এলাকার প্রভাবশালী গণমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ, সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে তিনি এমএফপি কার্যক্রম, ঋণ সংক্রান্ত মামলা মকদ্দমা, বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন-যেমন শিক্ষা দিবস, বিশ্ব স্বাস্থ্য, বিশ্ব হাত ধোয়া ও স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপন ইত্যাদি। AESA, WEP, BCTIP, AVC, SDC Shomoshti project, AMIC, RTC, TEVT ও ঠিকানা প্রকল্পসমূহের সাথে সমন্বয় করে কাজ করেন। এছাড়াও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিকরণ এবং সাড়া প্রদান কার্যক্রমে (Cyclone preparedness and response) যশোর অঞ্চলের ফোকাল এবং খুলনা বিভাগীয় জরুরী দুর্যোগ পরিকল্পনা (কন্টিনজেন্সী প্লান) এর আঞ্চলিক স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জনাব মুহাম্মদ খায়রুল ইসলামের উল্লেখযোগ্য বিশেষ গুণাবলী হলো তিনি সৎ ও কর্মঠ। তিনি তাঁর সততা ও কর্মযোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে মিশনে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। যে কোন ঝুকিপূর্ণ কাজ মোকাবেলায় অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সহকর্মীদের সাথে নিয়ে বাস্তবায়ন করা তার চরিত্রের অন্যতম বিশেষ গুণ। নিষ্ঠাবান সদালাপী কর্মী হিসেবে তিনি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছেন।

কর্তব্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ, সহকর্মীদের প্রতি সহযোগী মনোভাব, কর্মবিচিত্রতা আনয়নে সৃষ্টিশীলতা, অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব গ্রহণে ইতিবাচক মনোভাব, দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের মাঝে নিরলসভাবে কাজ করার স্পৃহা, সংস্থার ভাবমূর্তি তুলে ধরতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন, নানামুখী কাজের ক্ষেত্র তৈরি, রির্সোস মবিলাইজেশন, কাজের সমন্বয় ও গুণগত মান বজায় রাখার মধ্য দিয়ে মিশনের উন্নয়নে অনন্য অবদানের জন্য মুহাম্মদ খায়রুল ইসলামকে "উত্তম কর্মসম্পাদনা পুরস্কার-২০১৬"-এ ভূষিত করা হচ্ছে।